দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সম্পদের হিসাবরক্ষণ

ইউনিট ৪

ভূমিকা

সাধারণত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য প্রয়োজন সম্পদ। সম্পদের প্রকৃতি বা ধরণ বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। আচরণের ভিত্তিতে সম্পদকে প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। চলতি সম্পদ ও স্থায়ী সম্পদ। স্থায়ী সম্পদ হল সেই সম্পদ যে সম্পদ থেকে একাধিক বছর ধরে সুবিধা পাওয়া যায়। যেমন ভূমি, দালানকোঠা, কলকব্জা, আসবাবপত্র, প্যাটেন্ট, ট্রেডমার্ক, সুনাম ইত্যাদি। স্থায়ী সম্পদ দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান উভয়ই হতে পারে। দৃশ্যমান স্থায়ী সম্পদের মধ্যে ভূমি, দালানকোঠা, কলকব্জা আসবাবপত্র অন্যতম। আর সুনাম, প্যাটেন্ট, ট্রেডমার্ক অদৃশ্যমান স্থায়ী সম্পদ।

স্থায়ী সম্পদ ব্যবহারের ফলে যে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং এর মূল্য হ্রাস পায়। সম্পদের এই হ্রাসকৃত মূল্যকেই অবচয় বলে। আলোচ্য অধ্যায়ে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সম্পদ নিয়ে বিস্ড়ারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

মুখ্য শব্দ	দৃশ্যমান, অদৃশ্যমান, সম্পদ, চলতি সম্পদ, স্থায়ী সম্পদ, প্রাকৃতিক, অপ্রাকৃতিক, অস্পর্শনীয়

পাঠ-৮.১ স্থায়ী সম্পদের ধারণা ও মূল্যায়ন (Concept and Valuation of Fixed Assets)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- স্থায়ী সম্পদের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- স্থায়ী সম্পদের মূল্যায়ন সম্পর্কে বলতে পারবেন।

যে সম্পত্তি দীর্ঘদিন ধরে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে কেনা হয় বা উৎপাদন করা হয় তাকে স্থায়ী সম্পদ বলে। স্থায়ী সম্পদ সাধারণত অপরিবর্তনীয়। ভূমি, দালানকোঠা, কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ইতাদি স্থায়ী সম্পদ। এ ধরনের সম্পদ হতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে উপযোগিতা পেয়ে থাকে। তাই বলা যায়, এই সম্পদ স্থায়ী ভাবে কারবারের প্রয়োজনে নিযুক্ত করা হয়। স্থায়ী সম্পদকে প্রাকৃতিক, অপ্রাকৃতিক, দৃশ্যমান সম্পদ, অদৃশ্যমান বা অস্পর্শনীয় সম্পদে ভাগ করা যায়।

প্রাকৃতিক স্থায়ী সম্পদঃ যে স্থায়ী সম্পদ আমরা প্রকৃতিগতভাবে পেয়ে থাকি কিংবা মানুষ দ্বারা সৃষ্ট সম্পদ নয় তাকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলে। যেমনঃ ভূমি।

অপ্রাকৃতিক স্থায়ী সম্পদঃ যে স্থায়ী সম্পদ মানুষ দ্বারা রূপান্তরিত তাকে অপ্রাকৃতিক স্থায়ী সম্পদ বলে। যেমনঃ যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ইত্যাদি।

দৃশ্যমান স্থায়ী সম্পদঃ যে সকল স্থায়ী সম্পদ বাস্তবে দেখা যায়, ধরা যায়, ছোঁয়া যায় তাদেরকে দৃশ্যমান স্থায়ী সম্পদ বলে। যেমনঃ দালানকোঠা, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, ভূমি ইত্যাদি।

অদৃশ্যমান স্থায়ী সম্পদঃ যে সকল স্থায়ী সম্পদ বাস্তবে ধরা যায় না, দেখা যায় না ও ছোঁয়া যায় না তাকে অদৃশ্যমান স্থায়ী সম্পদ বলে। যেমনঃ সুনাম, প্যাটেন্ট, গ্রন্থস্বত্ব, ট্রেডমার্ক ইত্যাদি অদৃশ্যমান স্থায়ী সম্পদ।

স্থায়ী সম্পদের মূল্যায়ন (Valuation of Fixed Assets)

হিসাববিজ্ঞানের ঐতিহাসিক মূল্য বা ক্রয়মূল্য নীতি অনুযায়ী স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় মূল্যে লিপিবদ্ধ করা হয়। সম্পত্তির ক্রয়মূল্য বলতে এর চালানী মূল্যের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খরচ এবং একে ব্যবহার উপযোগী করতে যেসব খরচ হয় সেগুলির সমষ্টিকে বুঝায়। যেমনঃ কারখানার যন্ত্রপাতির ক্রয় মূল্যের মধ্যে ক্রয়মূল্য, পরিবহন খরচ এবং সংস্থাপন খরচ অন্তর্ভুক্ত থাকে। সম্পত্তির মূল্য নির্ধারিত হলে এর ভিত্তিতে স্থায়ী সম্পত্তির আয়ুষ্কালের অবচয় ধার্য করা হয়।

বিভিন্ন শ্রেণীর স্থায়ী সম্পত্তির মূল্যায়নঃ

১। ভূমি (Land) ঃ ভূমির ক্রয়মূল্য বলতে প্রদত্ত ক্রয়মূল্য এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট খরচকে বুঝায়। ভূমির ক্রয়মূল্য নির্ধারণে ক্রয় মূল্যের সাথে নিবন্ধন খরচ, উকিল খরচ, ভূমি দালালের কমিশন, অন্যান্য বকেয়া কর ইত্যাদি যোগ করতে হয়। যেমনঃ একটি ভূমির নগদ ক্রয়মূল্য ২,০০,০০০ টাকা, নিবন্ধন খরচ ১৫,০০০ টাকা, পরিশোধিত বকেয়া কর ৫,০০০ টাকা। এ ক্ষেত্রে ভূমির মূল্য হবে (২০০০০০ + ১৫০০০+ ৫০০০) = ২,২০,০০০ টাকা।

ভূমি ব্যবহার উপযোগী করার জন্য খরচও ভূমির ক্রয়মূল্যের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। খালি ভূমির ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নকরণ, ভরাটকরণ, ড্রেইনিং, সমানকরণ খরচ ইত্যাদি ভূমি ব্যবহার উপযোগী খরচ। ভূমির উপর পুরাতন দালান থাকলে তা অপসারণের জন্য দালান ভাঙ্গা ও ময়লা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন খরচ ও ব্যবহার উপযোগী খরচের অন্তর্ভুক্ত হয়। এ খরচ হতে ভগ্নাংশ সামগ্রী বিক্রয় আয় বিয়োগ করে অবশিষ্ট খরচ ভূমি ক্রয়মূল্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

দালানকোঠা (Building) ঃ দালান ক্রয় বা নির্মাণের সাথে জড়িত সকল ব্যয়কে দালান ব্যয় হিসাবে বিবেচনা করে দালানকে ডেবিট করা হয়। দালান ক্রয়ের ক্ষেত্রে দালানের ক্রয় মূল্য, উকিলের ফিস, মালিকানাস্বত্ব খরচ, বিমা খরচ, দালালের কমিশন ইত্যাদি দালানের সাথে অন্তর্ভুক্ত থাকে। ক্রয়কৃত দালান ব্যবহার উপযোগী করার জন্য যেসব খরচ হয় যেমন- বৈদ্যুতিক লাইন মেরামত বা পুনঃস্থাপন ও দালানের মেঝে মেরামত খরচ দালান ক্রয়মূল্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

উদাহরণঃ ০১

জাওয়াদ এন্ড কোং ২৫,০০,০০০ টাকা মূল্যের একটি দালান ক্রয় করল। দালানটি ক্রয়ের জন্য উকিল ফিস ২০,০০০ টাকা, নিবন্ধন খরচ ১,০০,০০০ টাকা, দালালের কমিশন ২০,০০০ টাকা এবং মেঝে মেরামত খরচ ৫০,০০০ টাকা। এক্ষেত্রে দালানটির ক্রয় মূল্য হবে (২৫,০০,০০০ + ২০,০০০ + ১,০০,০০০ + ২০,০০০ + ৫০,০০০) = ২৬,৯০,০০০ টাকা।

যেমন দালান নির্মানের জন্য মাল, শ্রম এবং যুক্তি সঙ্গত উপরিব্যয়ের অংশ যোগ করে দালানের মূল্য নির্ধারণ করা হয়। এ সঙ্গে স্থপতির ফি, অনুমোদন প্রাপ্তি খরচ, নির্মাণকালীন সময়ের গৃহীত ঋণের সুদ, বিমা খরচকে ও দালানের মূল্যের সাথে যোগ করতে হয়। তবে দালান নির্মাণ সম্পন্ন করার পর হতে যা পরিশোধ করা হবে তাকে ঋণের সুদ বাবদ খরচ হিসাবে দেখাতে হবে।

যদি বাইরের ঠিকাদারকে দালান নির্মাণের কাজে নিয়োজিত করা হয় তাহলে ঠিকাদারকে প্রদত্ত চুক্তি মূল্য, স্থপতির ফিস, অনুমোদন প্রাপ্তির ফিস এবং খনন খরচ ইত্যাদি দালান নির্মাণের ব্যয় হিসেবে ধরা হয়। দালান একটি অবচয়যোগ্য সম্পদ।

সরঞ্জামঃ (Equipment): সরঞ্জাম বলতে কাখানায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা, আসবাবপত্র, ডেলিভারী ভ্যান, অফিস সরঞ্জাম ইত্যাদি স্থায়ী সম্পত্তিকে বুঝায়। সরঞ্জাম ব্যয় বলতে ক্রয় মূল্য, জাহাজ ভাড়া অথবা যানবাহন ভাড়া, বিমা খরচ, আমদানী শুল্ক, বিক্রয় কর, সংস্থাপন ব্যয়, ব্যবহার উপযোগী যাচাই করণ খরচ ইত্যাদির সমষ্টিকে বুঝায়। সরঞ্জাম একটি অবচয়যোগ্য সম্পত্তি।

মোটরগাড়ীর লাইসেন্স ফি এবং দূর্ঘনাজনিত বিমা খরচ সরঞ্জাম খরচের অন্তর্ভুক্ত হবে না। এগুলোকে কালীন খরচ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

উদাহরণঃ ০২

নিগার ট্রেডার্স ৪,০০,০০০ টাকা মূল্যের একটি কারখানার যন্ত্রপাতি ক্রয় করেন। যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত খরচগুলো হলো: বিক্রয় কর ২০,০০০ টাকা, বিমা খরচ ১৫,০০০ টাকা, সংস্থাপন খরচ ও ব্যবহার উপযোগী পরীক্ষা খরচ ৩০,০০০ টাকা। এক্ষেত্রে কারখানা যন্ত্রপাতির ব্যয় হবে নিম্নরূপঃ

কারখানা যন্ত্রপাতির ব্যয় নির্ণয়ঃ

ক্রয় মূল্য-	৪,০০,০০০
বিক্রয় কর-	২০,০০০
বিমা খরচ-	১৫,০০০
সংস্থাপন ও পরীক্ষার খরচ-	৩০,০০০
	৪,৬৫,০০০ টাকা

তারিখ	বিবরণ	খঃপৃঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
	কারখানা যন্ত্রপাতি হিসাব ডেঃ		৪,৬৫,০০০	
	নগদান হিসাব ক্রেঃ			৪,৬৫,০০০
	[কারখানা যন্ত্রপাতি ব্যয় হিসাবভুক্ত হল]			

শিক্ষার্থীর কাজ

i) ৩টি করে দৃশ্যমান সম্পদ ও অদৃশ্যমান সম্পদের নাম লিখুন।
ii) ভূমি ও দালানকোঠা মূল্যায়নে কোন্ কোন্ খরচ অর্ন্তভুক্ত হয় তাদের নাম লিখুন।

সারসংক্ষেপ

- যে সম্পদ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয় তাকে স্থায়ী সম্পদ বলে।
- যে স্থায়ী সম্পদ আমরা প্রকৃতিগতভাবে পেয়ে থাকি তাকে প্রাকৃতিক স্থায়ী সম্পদ বলে।
- যে স্থায়ী সম্পদ মানুষ দ্বারা রূপান্তরিত তাকে অপ্রাকৃতিক স্থায়ী সম্পদ বলে।
- যে সকল স্থায়ী সম্পদ বাস্তবে দৃশ্যমান তাকে দৃশ্যমান স্থায়ী সম্পদ বলে।
- যে সকল স্থায়ী সম্পদ বাস্তবে দেখা যায় না, ধরা যায় না তাকে অদৃশ্যমান স্থায়ী সম্পদ বলে।
- ভূমি দালানকোঠা অফিস সরঞ্জাম ইত্যাদি স্থায়ী সম্পদ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। আচরণের ভিত্তিতে সম্পদকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
(ক) ২ ভাগে (খ) ৩ ভাগে (গ) ৪ ভাগে (ঘ) ৫ ভাগে

২। দৃশ্যমান সম্পদ কোনটি?
(ক) সুনাম (খ) প্যাটেন্ট (গ) কলকব্জা (ঘ) ট্রেডমার্ক

৩। অদৃশ্যমান সম্পদ কোনটি?
(ক) আসবাবপত্র (খ) সুনাম (গ) কলকব্জা (ঘ) ইজারা সম্পত্তি

৪। হিসাববিজ্ঞানের কোন নীতির উপর ভিত্তি করে স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়মূল্যে লিপিবদ্ধ করা হয়?
(ক) ঐতিহাসিক মূল্য নীতি (খ) দ্বৈত নীতি (গ) স্বত্বানীতি (ঘ) বকেয়া নীতি

৫। নীচের কোনটি স্থায়ী সম্পদ?
(ক) হাতে নগদ (খ) আসবাবপত্র (গ) বিবিধ দেনাদার (ঘ) সমাপনী মজুদ পণ্য

পাঠ-৮.২ অবচয়ের ধারণা, কারণ এবং অবচয় ধার্যের বিবেচ্য বিষয়সমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- অবচয় কি, অবচয়ের কারণ, অবচয় ধার্যের বিবেচ্য বিষয়, অবচয় ধার্যের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা বলতে পারবেন।

অবচয়ের ধারণাঃ (Concept of Depreciation)

কোন প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত স্থায়ী সম্পত্তি ব্যবহার, কালের আবর্তন, অপ্রচলন, সরাসরি ভোগ, বাজার মূল্যের স্থায়ী পতন ইত্যাদি দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান কারণে সম্পত্তির গুণ, পরিমাণ ও মূল্যের যে হ্রাস ঘটে তাকে অবচয় বলে।

অবচয়ের ইংরেজি প্রতিশব্দ Depreciation ল্যাটিন শব্দ Depretium হতে উদ্ভুত হয়েছে। De অর্থ হ্রাস পাওয়া এবং Pretium অর্থ মূল্য। সুতরাং Depretium শব্দের অর্থ মূল্য হ্রাস পাওয়া। অর্থাৎ সম্পত্তি ব্যবহারের ফলে যে পরিমাণ মূল্য হ্রাস পায় তাকে অবচয় বলে। আধুনিক হিসাববিজ্ঞানে অবচয়কে একটি বণ্টন প্রক্রিয়া বলা হয়। সম্পত্তির ক্রয়মূল্য হতে ভগ্নাবশেষ মূল্য বাদ দিয়ে সম্পত্তির কার্যকর জীবনকালের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হল অবচয়। অন্যান্য খরচের মত অবচয়ও একটি খরচ এবং প্রতিষ্ঠানের লাভ-লোকসান হিসাবে ডেবিট করা হয়। ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে দালান কোঠা, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ইত্যাদি স্থায়ী সম্পত্তি অর্জন ও ব্যবহার করতে হয়। প্রত্যেক স্থায়ী সম্পদের একটি কার্যকর জীবন থাকে। সময়ের আবর্তনে উক্ত কার্যকর ক্ষমতা ক্রমাগত হ্রাস পায়। জগতের কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত পরিসম্পদও এই নিয়মের অধীন। দৃশ্য বা অদৃশ্য কারণে সম্পত্তির কার্যকর ক্ষমতা যে পরিমাণ হ্রাস পায় তাই অবচয়। যেমন কোন প্রতিষ্ঠান ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা মূল্যের একটি মেশিন ক্রয় করল যার কার্যক্ষমতা ২০ বছরে শেষ হবে। ২০ বছর শেষে ভগ্নাবশেষ মূল্য হবে ২০,০০০ টাকা। মেশিনটি ব্যবহারের জন্য প্রতি বছর {(৫,০০,০০০ - ২০,০০০) ÷ ২০} = ২৪,০০০ টাকা ব্যয় ধরা হবে যা অবচয় নামে অভিহিত।

অবচয়ের বিভিন্ন ধারণার উপর ভিত্তি করে অবচয়ের যে বিভিন্ন সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে তার কয়েকটি নীচে উল্লেখ করা হলঃ

R.N Carter এ মতে, Depreciation is the gradual and permanent decrease in the value of an asset from any cause. অর্থাৎ যে কোন কারণে সম্পত্তির স্থায়ী ও ক্রয় মূল্যাবনতিই হল অবচয়।

Spicer and pegler এর মতে, "Depreciation may be defined as a measure of the exhaustion of the effective life of an asset from any cause during a given period" অর্থাৎ যে কোন কারণে নির্দিষ্ট সময়ে সম্পত্তির কার্যকরি ক্ষমতা হ্রাসের মূল্যমান কে অবচয় বলে সংজ্ঞায়িত করা যায়।

সুতরাং, ব্যবহার বা সময় অতিবাহনের ফলে সম্পত্তির ক্রমাগত মূল্যাবনতি যা মেরামত বা আংশিক প্রতি স্থাপনের মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব হয় না তাকে অবচয় বলা হয়।

অবচয়ের কারণসমূহ ঃ (Causes of Depreciation)

অবচয়ের কারণসমূহকে প্রধানত দু'টি ভাগে বিভক্ত করা হয়।

যথাঃ (১) অভ্যন্তরীণ কারণ (Internal Causes), (২) বাহ্যিক কারণ (External Causes)

অভ্যন্তরীণ কারণঃ সম্পত্তির অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক কারণে অবচয় সৃষ্টি হলে তাকে অবচয়ের অভ্যন্তরীণ কারণ বলে। এ জাতীয় কারণ নিম্নরূপঃ

(ক) ব্যবহারজনিত ক্ষয় (Wear and Tear) ঃ স্থায়ী সম্পত্তি ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে জীর্ণ হয়ে পড়ে এবং কার্যক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে অবচয়ের সৃষ্টি হয়। এ ধরনের স্থায়ী সম্পত্তি হল কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ইত্যাদি। এসব সম্পত্তির ক্ষয়-ক্ষতি ও অবচয় ব্যবহারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

(খ) সময়ের প্রবাহ (Effluxion or Passage of Time) ঃ কিছু কিছু সম্পত্তির ব্যবহার না হলেও সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে মূল্য হ্রাস পায়। যেমনঃ ইজারা সম্পত্তি, গ্রন্থস্বত্ব, পণ্যস্বত্ব ইত্যাদি। এসব সম্পত্তি ব্যবহার হোক বা না হোক সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং অবচয় ধার্য হয়।

(গ) সম্ভোগ বা নিষ্কাশন (Consumption or Extraction) ঃ সরাসরি সম্ভোগ বা নিস্কাশনের মাধ্যমে কিছু সম্পত্তির হ্রাস ঘটে ফলে অবচয় ধার্য করতে হয়। যেমন- তেলখনি, লৌহখনি, বনভূমি ইত্যাদি। এসব সম্পত্তির সম্ভোগ বা নিস্কাশন যত বেশী হবে সম্পত্তির পরিমাণ তত হ্রাস পাবে। সুতরাং সম্ভোগ বা নিস্কাশনের পরিমানের ওপর অবচয়ের পরিমাণ নির্ভর করে।

বাহ্যিক কারণঃ সম্পত্তির অর্ন্তনিহিত স্বাভাবিক কারণ ছাড়া যখন অন্যকোন কারণে মূল্য হ্রাস ঘটে তখন সে কারণকে বাহ্যিক কারণ বলা হয়।

অবচয়ের বাহ্যিক কারণ নিম্নরূপঃ

(১) অপ্রচলন (Obsolescence) ঃ নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ভোক্তার চাহিদা পরিবর্তনের ফলে কোন চালু সম্পত্তি হঠাৎ অপ্রচলিত হয়ে যেতে পারে। এই অপ্রচলনের ফলে চালু সম্পত্তির অবচয় ধরতে হয় কেননা অপ্রচলনের ফলে সম্পত্তির ব্যবহারিক মূল্য থাকে না। কোন যন্ত্রপাতি অপ্রচলনের জন্য অবচয় সৃষ্টি হলে তার জন্য যন্ত্রপাতি দায়ী নয়, প্রত্যক্ষভাবে দায়ী হল নতুন যন্ত্রপাতি আবিস্কার।

(২) বাজার দরের স্থায়ী হ্রাস (Permanent Fall in the Market Price) ঃ বাজার দর স্থায়ী হ্রাস পাওয়ার ফলে কোন কোন সম্পত্তির অবচয় ধার্য করতে হয়। যেমন- শেয়ার, সিকিউরিটি ইত্যাদি সম্পত্তির বাজার মূল্যের স্থায়ী পতন-জনিত ক্ষতি অবচয় রূপে বিবেচিত হয়।

(৩) অব্যবহার (Left Unused) ঃ অনেক সময় সম্পত্তি অব্যবহার অবস্থায় পড়ে থাকার কারণে উহার গুণ, মান, পরিমাণ ও মূল্য হ্রাস পেতে পারে। অব্যবহারজনিত এই মূল্য হ্রাস অবচয়ে সৃষ্টি হয়।

(৪) অস্বাভাবিক কারণ (Abnormal Causes) ঃ অস্বাভাবিক কিছু কারণেও অবচয় সৃষ্টি হতে পারে। যেমনঃ আগুন, বন্যা, ঝড়, ভূমিকম্প ইত্যাদির ফলে সম্পত্তির ক্ষতি হতে পারে ফলে সম্পত্তির মূল্য হ্রাস পায় এবং অবচয় সৃষ্টি হয়।

অবচয় নির্ধারণে বিবেচ্য বিষয়সমূহঃ (Factors to be Considered in Computation of Depreciation)

সঠিকভাবে অবচয় নির্ণয় করা কঠিন কাজ। অনেকগুলো আপেক্ষিক বিষয়ের উপর অবচয় নির্ভর করে। সেগুলি সঠিক না হলে অবচয়ও সঠিক হতে পারে না। যে সকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করে অবচয় নির্ণয় করা হয় তা নিচে দেয়া হলঃ

(১) সম্পত্তির ক্রয়মূল্য (Cost of the Assets) ঃ

সম্পত্তি ক্রয় করে যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হয় তা অবচয় ধার্যের জন্য ভিত্তি হিসাবে ধরতে হয়। যেমন- সম্পত্তির নিট ক্রয়মূল্য, পরিবহন খরচ, আমদানি শুল্ক, পরিবহনকালে বিমা খরচ, সংস্থাপন খরচ ইত্যাদির সমষ্টি সম্পত্তির ক্রয়মূল্য।

(২) সম্পত্তির আনুমানিক আয়ুষ্কাল (Estimated Life of the Assets)ঃ

সম্পত্তিটি কার্যকর আয়ুষ্কাল বলতে বুঝায় যতদিন পর্যন্ত সম্পত্তিটি ব্যবসায়ে কার্যক্ষম থাকে এবং ব্যবসায়ে আয় উপার্জনে সাহায্য করে। সম্পত্তির কার্যকর আয়ুষ্কাল জানা না থাকলে অবচয় ধার্য করা সম্ভব নয়। সম্পত্তির আয়ুষ্কাল অনুমান ভিত্তিক সময়। একটি সম্পত্তির কার্যকর আয়ুষ্কাল নির্ধারণের সময় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় আনতে হয়–

(ক) অনুরূপ সম্পত্তি সম্পর্কে অতীত অভিজ্ঞতা (খ) সম্পত্তির বর্তমান অবস্থা (গ) ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ নীতি (ঘ) বর্তমান প্রযুক্তি (ঙ) শ্রমিকের দক্ষতা (চ) দৈনিক ব্যবহার (ছ) স্থানীয় অবস্থা (যেমন- আবহাওয়া)

(৩) সম্পত্তির ভগ্নাবশেষ মূল্য (Scrap Value of the Assets)ঃ

সম্পত্তির আয়ুষ্কাল শেষে যে মূল্যে সম্পত্তিটি বিক্রয় করা যাবে তাই ভগ্নাবশেষ মূল্য। এটি আনুমানিক মূল্য এবং এটি অবচয় নির্ধারণের সময় অবশ্যই বিবেচনা করতে হয়।

অবচয়যোগ্য ব্যয় (Depreciation Cost) ঃ সম্পত্তির ব্যয় হতে ভগ্নাবশেষ মূল্য বাদ দিলে যা থাকে তাই অবচয়যোগ্য ব্যয়। অবচয়যোগ্য ব্যয় অবশ্যই সম্পত্তির কার্যকর জীবনকালের মধ্যে বণ্টন করতে হবে।

অবচয় ধার্য্যের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা (Objectives and Necessity of Charging Depreciation)ঃ

সকল প্রতিষ্ঠানকেই কম বেশী সম্পত্তি ব্যবহার করতে হয়। ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তির উপর অবচয় ধার্য করতে হয়। অবচয় ধার্যের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

(১) প্রকৃত লাভ নির্ণয়ঃ ব্যবসায়ের মুনাফা অর্জন অন্যতম উদ্দেশ্য। ক্রমাগত ব্যবহারের দরুণ সম্পত্তি ক্ষয় হয় এবং মূল্য হ্রাস পায়। তাই সম্পত্তি ব্যবহার করার জন্য যদি ব্যয় ধরা না হয় তাহলে যে নিট মুনাফা নির্ণয় করা হবে তা সঠিক হবে না। সেই জন্য প্রকৃত মুনাফা নির্ণয়ের উদ্দেশ্য সম্পত্তির উপর অবচয় ধরা অপরিহার্য।

(২) সম্পত্তি প্রতিস্থাপনঃ নিয়মিত ব্যবহার ও বিবর্তনের ফলে সম্পত্তির ব্যবহার উপযোগিতা হ্রাস পেতে পেতে নিঃশেষ হয়ে যায়। তখন নতুন সম্পত্তির প্রয়োজন হয়। পুরাতন অক্ষম ও অচল সম্পত্তির পরিবর্তে নতুন সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য ব্যবসার মুনাফা হতে প্রতি বছর কিছু অংশ অবচয় হিসাবে কেটে একটি অবচয় তহবিল সৃষ্টি করা হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সমস্যায় পড়তে হয় না।

(৩) মূলধন সংরক্ষণঃ অবচয় হিসাবভুক্ত করার প্রধান উদ্দেশ্য হল কারবারের মূলধন সংরক্ষণ করা। সম্পত্তি অবচয় হিসাবভুক্ত করা না হলে ব্যবসার মুনাফা প্রকৃত মুনাফা অপেক্ষা বেশী দেখানো হয়। উক্ত মুনাফা হতে আয়কর ও লভ্যাংশ প্রদান হলে মুলত: তা মূলধন থেকেই প্রদান করা হবে এবং মূলধন হ্রাস পাবে।

(৪) সম্পত্তির মূল্যায়নঃ সম্পত্তি ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও মূল্য হ্রাস পায়। সুতরাং, ব্যবহারিক মূল্য নির্ধারণের জন্য অবচয় ধার্য করা বিশেষ প্রয়োজন। সাধারণত ক্রয় মূল্য থেকে অবচয় বাদ দিয়ে সম্পত্তির মূল্য হিসাবে দেখানো হয়।

(৫) কর দায় নির্ণয়ঃ আয়কর আইন অনুযায়ী আয়কর নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অবচয় ভাতা মঞ্জুর করা হয়। সুতরাং সঠিক আয়করের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য অবচয় ধার্য করা প্রয়োজন।

(৬) কোম্পানী আইনঃ কোম্পানী আইনে লভ্যাংশ বিতরণের পূর্বে অবচয়ের ব্যবস্থা করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সুতরাং আইন মেনে চলার জন্য অবচয় ধার্য করা প্রয়োজন।

(৭) প্রকৃত উৎপাদন ব্যয় নিরূপণঃ সম্পত্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রব্য উৎপাদিত হয়। সম্পত্তি ব্যবহারের ফলে যে অবচয় সৃষ্টি হয় তা হিসাবে না দেখালে সঠিক উৎপাদনের ব্যয় নির্ধারিত হবে না। কারণ অবচয় প্রকৃত উৎপাদন ব্যয়ের একটি অংশ।

(৮) প্রকৃত আর্থিক অবস্থাঃ অবচয় ধার্য করার ফলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত লাভ লোকসান নির্ণয় করা সম্ভব এবং সম্পত্তির প্রকৃত মূল্যায়ন হয়। ফলে উদ্বৃত্তপত্রে ব্যবসায়ের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা প্রতিফলিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	অবচয়ের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ২টি করে কারণ লিখুন।

সারসংক্ষেপ

- সম্পত্তির গুণ, মান, পরিমান ও মূল্যের যে হ্রাস পায় তাকে অবচয় বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোনটি অবচয় ধার্যের উদ্দেশ্য-
(ক) প্রকৃত মুনাফা নির্ণয় (খ) সম্পত্তি প্রতিস্থাপন (গ) প্রকৃত আর্থিক অবস্থা প্রদর্শন (ঘ) সবগুলোই

২। আধুনিক হিসাববিজ্ঞানে অবচয়কে বলা হয়-
(ক) সম্পত্তির মূল্য হ্রাস (খ) সম্পত্তির মূল্য বণ্টণ প্রক্রিয়া (গ) সম্পত্তির ক্ষয়-ক্ষতি (ঘ) কোনটিই নয়

৩। অবচয় ধার্যের প্রধান কারণ কয়টি?
(ক) ২টি (খ) ৩টি (গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

৪। কোনটি অবচয়ের অভ্যন্তরীণ কারণ নয়?
(ক) অস্বাভাবিক কারণ (খ) নিষ্কাশন জনিত কারণ (গ) সময় প্রবাহ (ঘ) ব্যবহার জনিত কারণ

৫। নিম্নের কোনটি অবচয়ের বাহ্যিক কারণ নয়?
(ক) অপ্রচলন (খ) অস্বাভাবিক (গ) নিস্কাশন (ঘ) বাজার দরের স্থায়ী হ্রাস

পাঠ-৮.৩ অবচয় ধার্য ও হিসাবভুক্তকরণ পদ্ধতিসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- অবচয় নির্ধারণের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন

অবচয় নির্ধারণের পদ্ধতি সমূহ (Methods of Determining Depreciation)ঃ

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরন ও প্রকৃতির সম্পত্তি ব্যবহৃত হয়। একই পদ্ধতিতে সকল সম্পত্তির অবচয় নির্ধারণ করা যুক্তিসংগত নয়। ফলে বিভিন্ন প্রকার সম্পত্তির অবচয়ের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। বহুল প্রচলিত এবং অনুসৃত পদ্ধতি গুলো নিম্নরূপঃ

১) সরল রৈখিক পদ্ধতি- Straigtline / Fixed methods
২) ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতি- Diminishing balance method
৩) দ্বৈত হ্রাসমান পদ্ধতি- Double declining method
৪) বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি পদ্ধতি- Sum of years digit method
৫) উৎপাদন একক পদ্ধতি- Production unit method
৬) যান্ত্রিক ঘণ্টা হার পদ্ধতি- Machine hour rate method
৭) নিঃশেষকরণ পদ্ধতি- Depletion method
৮) পুনঃমূল্যায়ন পদ্ধতি- Revaluation method
৯) বার্ষিক সমকিস্তি পদ্ধতি- Annuity method
১০) বিমা পত্র পদ্ধতি- Insurance policy method
১১) প্রতিপূরক তহবিল পদ্ধতি- Sinking fund method
১২) মাইল হার পদ্ধতি- Mileage method

অবচয় ধার্যের পদ্ধতিগুলো নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলঃ

১। সরল রৈখিক / স্থির কিস্তি পদ্ধতি (Straigh line / Fixed instalment method)

এই পদ্ধতিতে সম্পত্তির ক্রয়মূল্যের উপর প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ অবচয় হিসাবে ধার্য করা হয়। সম্পত্তির আয়ুষ্কাল ব্যাপী সমান অর্থ অবচয় হিসাবে দেখানো হয় বলে এ পদ্ধতিতে স্থির কিস্তি পদ্ধতি বলা হয়। এ পদ্ধতিতে অবচয়ের পরিমাণ এমনভাবে স্থির করা হয় যে সম্পত্তির জীবন কাল শেষে কোন উদ্বৃত্ত থাকে না বা কেবলমাত্র ভগ্নাবশেষ মূল্য উদ্বৃত থাকে। এ পদ্ধতিতে সম্পত্তির মোট অবচয়যোগ্য মূল্যকে কতগুলো সমান কিস্তিতে ভাগ করা হয় এবং প্রতি বছর একটি কিস্তি লাভ-লোকসান হিসাবে অবচয় হিসাবে দেখানো হয়। সম্পত্তির ক্রয়মূল্য থেকে আনুমানিক ভগ্নাবশেষ মূল্য বাদ দিলে যা থাকে তাকে বলা হয় অবচয় যোগ্য মূল্য। এই অবচয় যোগ্য মূল্যকে সম্পত্তির কার্যকর জীবকাল দিয়ে ভাগ করলে প্রতিটি হিসাবকালের অবচয় পরিমাণ নিম্নের সূত্র দ্বারা সহজেই নির্ণয় করা যায়।

$$\text{বার্ষিক অবচয়} = \frac{\text{সম্পত্তির ক্রয়মূল্য-ভগ্নাবশেষ মূল্য}}{\text{প্রত্যাশিত কার্যকর আয়ুষ্কাল}}$$

সাধারণতঃ ইজারা সম্পত্তি, পণ্যস্বত্ব, গ্রন্থস্বত্ব ইত্যাদি সম্পত্তির ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী। এ পদ্ধতিতে অবচয় নির্ণয় করা সহজ এবং প্রতি বছর একই পরিমাণ অবচয় ধার্য করা হয় বলে অবচয় নির্ধারণের সময় বাঁচে।

২। ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতি (Deminishing Balance method)ঃ

এই পদ্ধতিতে সম্পত্তির ক্রয়মূল্য হতে পুঞ্জিভূত অবচয় বাদ দিয়ে সম্পত্তি হিসাবের উদ্বৃত্তের পরিমাণের উপর নির্দিষ্ট হারে অবচয় ধার্য করা হয়। প্রতি বছর অবচয় ধার্যের ফলে সম্পত্তির বই মূল্য ক্রমেই হ্রাস পেতে থাকে কিন্তু অবচয় হার নির্দিষ্ট থাকে।

এ পদ্ধতিতে সম্পত্তির উদ্বৃত্ত প্রতি বছর হ্রাস পায় ফলে অবচয়ের পরিমাণ হ্রাস পায়। এই জন্য এ পদ্ধতিকে ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতি বলা হয়।

এই পদ্ধতিতে অবচয় নির্ধারণের জন্য অবচয়ের শতকরা হার নির্ণয় করা একান্ত প্রয়োজন। অবচয়ের হার নির্ণয়ের জন্য নিম্নোক্ত সূত্র ব্যবহার করা হয়।

অবচয়ের হার $= [১-\sqrt{\frac{\text{ভগ্নাবশেষ মূল্য}}{\text{সম্পত্তির মূল্য}}} \times ১০০$ (এখানে N = সম্পত্তির কার্যকর জীবনকাল)

এ পদ্ধতিতে অবচয় হার নির্ণয় করে বার্ষিক অবচয় নির্ণয় করলে আয়ুষ্কাল শেষে সম্পত্তির মূল্য ও ভগ্নাবশেষ মূল্য সমান হবে।

৩। দ্বৈত হ্রাসমান পদ্ধতি (Double declining method)ঃ

কোন কোন সম্পত্তির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সম্পত্তির কার্যকর জীবনকালের প্রাথমিক বছরগুলোতে বেশী সেবা পাওয়া যায় এবং শেষের বছরগুলোতে সেবার মান কমতে থাকে। যেমন- কম্পিউটার মেশিনে প্রথম দিকে যত ভাল কাজ করে কয়েক বছর ব্যবহারের পর তার কাজের মান হ্রাস পায়। কাজের গতি কমে যায় এবং মেরামত খরচ বৃদ্ধি পায়। তাই ঐ সকল সম্পত্তির অবচয় নির্ধারণ পদ্ধতি এমন হওয়া উচিত যাতে প্রাথমিক বছরগুলোতে অধিক পরিমাণের অবচয় হয় এবং শেষের বছরগুলোতে অবচয়ের পরিমাণ কম হয়। এরূপ পদ্ধতির একটি হল দ্বৈত হ্রাসমান পদ্ধতি এ ক্ষেত্রে অবচয়ে পদ্ধতির হার সরলরৈখিক পদ্ধতির অবচয় হারের দ্বিগুণ হয়।

এ পদ্ধতিতে অবচয় হার নির্ণয়ের জন্য নিম্নের সূত্র ব্যবহার করা হয়।

$$\text{অবচয়ের হার} = \frac{১০০\%}{\text{কার্যকর জীবনকাল}} \times ২$$

এ পদ্ধতির সুবিধা হল, অবচয়ের হার ও অবচয়ের পরিমাণ নির্ণয় করা খুব সহজ এবং সংযোজন ও বিয়োজনের ক্ষেত্রেও একই হার প্রয়োগ করা যায়। অন্য দিকে এ পদ্ধতিও সকল সম্পত্তির ক্ষেত্রে সমভাবে প্রয়োগ করা যায় না।

৪। বর্ষ সংখ্যা সমষ্টি পদ্ধতি (Sum of years digit method)ঃ

এই পদ্ধতিতে সম্পত্তির অবচয়যোগ্য মূল্যকে সম্পত্তির আয়ুষ্কালের বছরগুলোর সংখ্যা সমষ্টি দিয়ে ভাগ করে প্রতি বছরে সম্পত্তির অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল যত বছর থাকে তা দিয়ে গুণ করে বার্ষিক অবচয় নির্ধারণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে নির্ণেয় অবচয় প্রতি বছর ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে।

৫। উৎপাদন একক পদ্ধতি (Production unit method)ঃ

এ পদ্ধতিতে কোন সম্পত্তির অবচয়যোগ্য মূল্যকে আনুমানিক মোট উৎপাদনের পরিমাণ দিয়ে ভাগ করে একক প্রতি অবচয় নির্ণয় করা হয়। এ পদ্ধতিতে সম্পত্তি ব্যবহারের ফলাফলকে ভিত্তি করে অবচয় নির্ণয় করা হয়। কোন নির্দিষ্ট হিসাবকালে যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদিত হয় তা দিয়ে একক প্রতি অবচয়কে গুণ করে নির্দিষ্ট হিসাবকালের অবচয় নির্ধারণ করা হয়।

নিম্নের সূত্রের সাহায্যে একক প্রতি অবচয় নির্ণয় করা যায়

$$\text{একক প্রতি অবচয়ঃ} \frac{\text{সম্পত্তির মূল্য - ভগ্নাবশেষ মূল্য}}{\text{আনুমানিক মোট উৎপাদনের পরিমাণ}}$$

বার্ষিক অবচয়ঃ একক প্রতি অবচয় $\times$ বার্ষিক উৎপাদন

৬। যান্ত্রিক ঘণ্টা হার পদ্ধতি (Machine hour rate method)ঃ

এ পদ্ধতিতে সম্পত্তির কার্যকর জীবনকে কার্যকর ঘণ্টায় রূপান্তর করা হয়। সম্পত্তির অবচয়যোগ্য মূল্যকে উক্ত কার্যকর ঘণ্টা দ্বারা ভাগ করে প্রতি ঘণ্টার যে অবচয় বের করা হয় তাকে যান্ত্রিক ঘণ্টা হার পদ্ধতি বলে। পরবর্তীতে নির্দিষ্ট হিসাব কালে যত কার্যকর ঘণ্টা উক্ত সম্পত্তি ব্যবহার করা হয় তা দিয়ে গুণ করে উক্ত হিসাবকালের অবচয় নির্ণয় করা হয়।

৭। মাইল হার পদ্ধতি (Mileage method)ঃ

যে সকল সম্পত্তির কার্যকর জীবনকাল মাইল বা কিলোমিটারে পরিমাপ করা যায় সে সকল সম্পত্তির অবচয় যে পদ্ধতিতে বের করা হয় তাকে মাইল হার পদ্ধতি বলে। যেমন- মোটরগাড়ি, বাস, ট্রাক ইত্যাদি সম্পত্তির কার্যকাল মাইল / কিলোমিটারে পরিমাপ করা যায়।

এ পদ্ধতিতে অবচয় নির্ণয়ের সূত্র নিম্নরূপঃ

$$\text{মাইল / কিলোমিটার প্রতি অবচয়} = \frac{\text{সম্পত্তির মূল্য - ভগ্নাবশেষ মূল্য}}{\text{আনুমানিক মোট মাইল/কিলোমিটার}}$$

বার্ষিক অবচয় = মাইল/কিলোমিটার প্রতি অবচয় × বার্ষিক মাইল / কিলোমিটার

৮। নিঃশেষকরণ পদ্ধতি (Depletion method)ঃ

যে সমস্ত সম্পত্তি ব্যবহারের ফলে ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে শূন্যে পরিণত হয় সে সব সম্পত্তির ক্ষেত্রে অবচয় নির্ধারণের জন্য যে পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় তাকে নিঃশেষকরণ পদ্ধতি বলে। যেমন- খনিজ সম্পদ, কয়লা, লোহা, তেল, গ্যাস ইত্যাদি থেকে উৎপাদিত পণ্যের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। ঐ সম্পত্তির মোট মূল্যকে মোট মজুদের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করে প্রতি এককের মূল্য নির্ণয় করা যায়। প্রতি বছর যে পরিমাণ উত্তোলন করা হয় তা দ্বারা প্রতি এককের মূল্যকে গুণ করে বার্ষিক অবচয়ের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

৯। পুনঃমূল্যায়ন পদ্ধতি (Revaluation method)ঃ

এ পদ্ধতিতে প্রতি বছর শেষে সম্পত্তির পুনঃমূল্যায়ন করা হয় এবং পুনঃমূল্যায়ন শেষে স্থিরকৃত মূল্য বছরের প্রারম্ভিক মূল্য হতে বাদ দিলে যে উদ্বৃত্ত থাকে তাকেই ঐ সম্পত্তির অবচয় বলে ধরা হয়। যে সকল সম্পত্তির মূল্য নিয়মিতভাবে পরিবর্তিত হয় এবং যাদের আয়ুষ্কাল নিশ্চিত রূপে গণনা করা যায় না। যেমন- খুচরা যন্ত্রপাতি, গো-মেহিষাদি, পণ্য চিহ্ন, চিনামাটির বাসনপত্র ইত্যাদি সম্পত্তির অবচয় নির্ণয়ে এ পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী। এ জাতীয় সম্পত্তির মূল্যায়ন সাধারনতঃ প্রযুক্তিবিদ্যায় দক্ষ ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পাদন করা হয়।

১০। বার্ষিক সমকিস্তি পদ্ধতি (Annuity method)ঃ

এ পদ্ধতিতে স্থায়ী সম্পত্তির জন্য ব্যয়িত অর্থ বিনিয়োগ হিসাবে বিবেচনা করে বিনিয়োগের সুদ সম্পত্তির মূল্যের সাথে যোগ করা হয়। অর্থাৎ যে পদ্ধতিতে সম্পত্তির ক্রয়মূল্যের উপর একটি নির্দিষ্ট হারে সুদ যোগ করে বছরের শেষে সম্পত্তির মূল্য ও সুদের সমষ্টি থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ অবচয় হিসাবে নির্ধারণ করা হয় এবং ধার্যকৃত অবচয়ের পরিমাণ প্রতি বছর একই পরিমাণ থাকে তাকে বার্ষিক সমকিস্তি পদ্ধতি বলা হয়। এই পদ্ধতিতে সম্পত্তির কার্যকাল শেষে সম্পত্তি হিসাবটি নিঃশেষ হয়ে যায়। যেমন- ইজারা সম্পত্তি, দালানকোঠা, আসবাবপত্র ইত্যাদি সম্পত্তির অবচয় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতিতে সম্ভাব্য বিনিয়োগের সুদে হার ও সম্পত্তির আয়ুষ্কালের ভিত্তিতে Annuity table হতে প্রাপ্ত মান দ্বারা সম্পত্তির ক্রয়মূল্যকে গুণ করে বার্ষিক অবচয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। অবশ্য আজকাল Annuity table এর ব্যবহার নেই বললেই চলে।

সূত্র ঃ $V = \frac{A}{i}\left\{1 - \frac{1}{(1+i)^n}\right\}$

যেমনঃ V = সম্পত্তির মূল্য, A = বার্ষিক কিস্তি, i = সুদ / মুনাফার হার, n = বছরের সংখ্যা

১১। বিমা পদ্ধতি (Insurance Policy method)ঃ

যে পদ্ধতিতে সম্পত্তির ক্রয়মূল্যের সমান একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করে প্রতি বছর সম্পত্তির অবচয় পরিমাণ অর্থ বিমা কোম্পানীকে প্রিমিয়াম বাবদ প্রদান করা হয় তাকে বিমা পত্র বলা হয়। এ বিমার মূল্য ও মেয়াদ এমনভাবে নির্ধারণ করা হয় যে সম্পত্তির আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ার সাথে সাথে বিমার মেয়াদ পূর্ণ হয় এবং বিমা কোম্পানীর হতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ সম্পত্তির মূল্যের সমান হয়। যাতে এ অর্থ দ্বারা সম্পত্তিটি পুনঃস্থাপন করা যায়।

১২। প্রতিপূরক তহবিল পদ্ধতি (Depreciation / Sinking fund method)ঃ

এ পদ্ধতিতে আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে সম্পত্তির ক্রয়মূল্য বা প্রাথমিক মূল্য দেখানো হয় এবং অবচয় তহবিলকে দায়ের দিকে দেখানো হয়। সম্পত্তির আয়ুষ্কালে প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ অবচয় বাবদ লাভ লোকসান হিসাবে ডেবিট দিকে এবং প্রতিপূরক তহবিল হিসাব ক্রেডিট করা হয়। সেই সাথে অবচয়ের অর্থ বাইরে বিনিয়োগ করা হয়। বিনিয়োজিত অর্থ ও মুনাফা মিলে সম্পত্তির কার্যকাল শেষে সম্পত্তির মূল্যের সমান তহবিল গঠিত হয়। সম্পত্তির কার্যকর জীবন শেষে পুরাতন সম্পত্তি অবলোপন করা হয় এবং বিনিয়োজিত অর্থ মুনাফাসহ আদায় করে নতুন সম্পত্তি ক্রয় ও প্রতিস্থাপন করা

হয়। বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। যেমন রেল, পরিবহন, বিদ্যুৎ সরবরাহ সংস্থা ইত্যাদির ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির প্রচলন দেখা যায়।

সূত্র ঃ $m = \frac{A}{i}\left\{(i+1)^n - 1\right\}$

এখানে, m = সম্পত্তির মূল্য (অবচয়যোগ্য মূল্য), A = বার্ষিক সমকিস্তি, i = সুদের হার, n = বছরের সংখ্যা / সম্পত্তির কার্যকাল।

শিক্ষার্থীর কাজ	একটি সম্পত্তির ক্রয়মূল্য ১০০০০০ টাকা যার আয়ুষ্কাল ১০ বছর এবং সম্পত্তির ভগ্নাবশেষমূল্য ১০০০০ টাকা সরল রৈখিক পদ্ধতিতে অবচয় নির্নয় করুন।

সারসংক্ষেপ

- ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের সম্পত্তি ব্যবহৃত হয়।
- বিভিন্ন সম্পত্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন অবচয় পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরন ও প্রকৃতির সম্পত্তি ব্যবহৃত হয়
(খ) সকল সম্পত্তির অবচয় একই পদ্ধতিতে নির্ধারই যুক্তি সংগত নয়
(গ) বিভিন্ন প্রকার সম্পত্তির অবচয় নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহার প্রয়োজন
(ঘ) সবগুলোই

২। নিচের কোন পদ্ধতিতে সময়কে অবচয় নির্ধারণের ভিত্তি বলে গণ্য করা হয়?
(ক) সরলরৈখিক পদ্ধতি (খ) ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতি
(গ) বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি পদ্ধতি (ঘ) সবগুলোই

৩। ভগ্নাবশেষ মূল্য কি?
(ক) সম্পত্তির ফনট মূল্য (খ) অবচয়যোগ্য মূল্য
(গ) কার্যকাল শেষে বিক্রয় মূল্য (ঘ) কার্যকালে বিক্রয় মূল্য

৪। কোনটি সম্পত্তির ব্যবহার ভিত্তিক অবচয় পদ্ধতি নয়?
(ক) উৎপাদন একক পদ্ধতি (খ) যান্ত্রিক ঘণ্টা পদ্ধতি
(গ) মাইল হার পদ্ধতি (ঘ) বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি

৫। কোনটি ক্রমহ্রাসমান অবচয় পদ্ধতি নয়?
(ক) ক্রমহ্রাসমান জের (খ) দ্বৈতহ্রাসমান
(গ) বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি (ঘ) উৎপাদন একক পদ্ধতি

৬। মোটরগাড়ি, ট্রাক, বাস ইত্যাদি সম্পত্তির অবচয় নির্ধারণের জন্য কোন পদ্ধতি বেশী উপযোগী?
(ক) উৎপাদন একক (খ) যান্ত্রিক ঘণ্টা হার
(গ) মাইল হার (ঘ) নিঃশেষকরণ

৭। খনিজ ও বনজ সম্পদের অবচয় নির্ধারণের জন্য কোন পদ্ধতি বেশী উপযোগী?
(ক) উৎপাদন একক (খ) যান্ত্রিক ঘণ্টা হার
গ) মাইল হার (ঘ) নিঃশেষ করণ

৮। অবচয় নির্ধারণের পদ্ধতিসমূহের মধ্যে কোনটি সহজ এবং সর্বাধিক ব্যবহৃত?
(ক) সরলরৈখিক (খ) ক্রমহ্রাসমান
(গ) বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি (ঘ) বার্ষিক সমকিস্তি

পাঠ-৮.৪ স্থায়ী সম্পত্তির ক্রয় ও বিক্রয় এবং অবচয় হিসাবভূক্তকরণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- অবচয় ও সম্পত্তি হিসাব প্রস্তুত করার নিয়ম বলতে পারবেন।
- অবচয় ও সম্পত্তি হিসাব প্রস্তুত করতে পারবেন।

১। যখন স্থায়ী সম্পত্তি নগদে ক্রয় করা হয়ঃ
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি হিসাব ডেবিট
নগদান হিসাব ক্রেডিট

২। যখন স্থায়ী সম্পত্তি চেকে ক্রয় করা হয়ঃ
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি হিসাব ডেবিট
ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট

৩। যখন স্থায়ী সম্পত্তি ধারে বা বাকিতে ক্রয় করা হয়?
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি হিসাব ডেবিট
প্রদেয় হিসাব বা পাওনাদার হিসাব ক্রেডিট

৪। যখন স্থায়ী সম্পদ আনয়ন, শুল্ক, ভ্যাট ও সংস্থাপন খরচ পরিশোধ করা হয়ঃ
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি হিসাব ডেবিট
নগদান হিসাব ক্রেডিট

৫। যখন বার্ষিক অবচয় ধার্য করা হয়ঃ
অবচয় খরচ হিসাব ডেবিট
পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব ক্রেডিট

৬। হিসাব বছর শেষে যখন অবচয় হিসাব বন্ধ করা হয়ঃ
আয় বিবরণী হিসাব ডেবিট
অবচয় খরচ হিসাব ক্রেডিট

৭। যখন কোন স্থায়ী সম্পত্তি বই মূল্যের সমান মূল্যে বিক্রয় করা হয়ঃ
নগদান হিসাব ডেবিট
পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব ডেবিট
সংশি- ষ্ট সম্পত্তি হিসাব ক্রেডিট

৮। যখন কোন স্থায়ী সম্পত্তি লাভে বিক্রয় করা হযঃ
নগদান হিসাব ডেবিট
পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব ডেবিট
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি হিসাব ক্রেডিট
সম্পত্তি বিক্রয়ে লাভ হিসাব ক্রেডিট

৯। যখন কোন স্থায়ী সম্পত্তি ক্ষতিতে বিক্রয় করা হয়ঃ
নগদান হিসাব ডেবিট
পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব ডেবিট
সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষতি ডেবিট
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি হিসাব ক্রেডিট

শিক্ষার্থীর কাজ	নীচের লেনদেন দুইটির জাবেদা দাখিলা প্রদান করুন। i) কলকব্জা ক্রয় করা হল ১০০০০ টাকা ii) কলকব্জা উপর ১০০০ টাকা অবচয় ধার্য করা হল।

সারসংক্ষেপ

- সম্পত্তি ক্রয় করা হলে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি ডেবিট এবং নগদান হিসাব ক্রেডিট।
- সম্পত্তি ধারে ক্রয় করা হলে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি ডেবিট এবং প্রদেয় হিসাব ক্রেডিট
- সম্পত্তির উপর অবচয় ধার্য করা হলে অবচয় হিসাব ডেবিট এবং পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব ক্রেডিট

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সম্পত্তি নগদে ক্রয় করা হলে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি হিসাব কি হবে?
ক) ডেবিট খ) ক্রেডিট
গ) ক ও খ উভয়ই হবে ঘ) কোনটি নয়

২। সম্পত্তি ধারে ক্রয় করা হলে ক্রেডিট পাশে কি বসবে?
ক) পাওনাদার খ) দেনাদার
গ) সম্পত্তি ঘ) অবচয়

৩। বার্ষিক অবচয় ধার্য হলে অবচয় হিসাব কি হবে?
ক) ডেবিট খ) ক্রেডিট
গ) ক ও খ উভয়ই ঘ) কোনটি নয়

৪। সম্পত্তি লাভে বিক্রয় করা হলে বিক্রয়জনিত লাভ কি হবে?
ক) ক্রেডিট খ) ডেবিট
গ) ক ও খ উভয়ই ঘ) কোনটি নয়

৫। সম্পত্তি ক্ষতিতে বিক্রয় করা হলে বিক্রয় জনিত ক্ষতি হিসাব কি হবে?
ক) ক্রেডিট খ) লেনদেন হবে না
গ) ডেবিট ঘ) কোনটি নয়

পাঠ-৮.৫ প্রাকৃতিক ও অদৃশ্যমান সম্পত্তির হিসাবরক্ষণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- প্রাকৃতিক সম্পদ কি তা বলতে পারবেন।
- প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর হিসাব দাখিলা সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।
- অদৃশ্য সম্পদ কি তা বলতে পারবেন।
- অদৃশ্য সম্পদের হিসাব দাখিলা সম্পর্কে বলতে পারবেন।

প্রাকৃতিক সম্পদ (Natural Resources)ঃ

বনজ সম্পদ, তৈল, প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লা খনি ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদ। প্রাকৃতিক সম্পদ ক্ষয়শীল প্রকৃতির হয়ে থাকে। যেসব সম্পত্তির মূল্য ব্যবহারজনিত কারণে ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে তাকে ক্ষয়শীল সম্পত্তি বলে। এ সম্পদ ব্যবহারের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে সম্পত্তি ক্ষয় বা নিঃশেষ খরচ নির্ণয় করা হয়। প্রাকৃতিক সম্পদ দু'ভাবে অর্জিত হতে পারে। যথা- (ক) ক্রয়ের মাধ্যমে (খ) অনুসন্ধানের মাধ্যমে

প্রাকৃতিক সম্পদ ক্রয় করা হলে এদের ক্রয়মূল্য সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। এরূপ ক্ষেত্রে ক্রয়কৃত সম্পদের পরিমাণ জানা যায়। ফলে হিসাবকালে নিঃশেষ খরচ সহজেই নির্ধারণ করা যায়। কিন্তু অনুসন্ধানের মাধ্যম খনিজ সম্পদ আবিস্কার করলে এর ক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা খুব জটিল হয়ে যায়। অনুসন্ধান কার্যে ব্যয়িত খরচকে মূলধনায়িত করে খনিজ সম্পদের ব্যয় মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

নিঃশেষ খরচ নির্ণয় প্রক্রিয়া নিম্নরূপঃ

সংশি- ষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদের ভগ্নাবশেষ মূল্যবাদে মোট মূল্যকে আনুমানিক সম্পদের সঞ্চিতির পরিমাণ দ্বারা ভাগ করে একক প্রতি ব্যয় নির্ণয় করা হয়। এরপর বছর শেষে যে পরিমাণ সম্পদ আহরিত হয় উহাকে একক প্রতি ব্যয় দ্বারা গুণ করে একক প্রতি ব্যয় নির্ণয় করা হয়। তারপর বছরের শেষে যে পরিমাণ সম্পদ আহরিত হয় উহাকে একক প্রতি ব্যয় দ্বারা গুণ করলে প্রাপ্ত গুণফল হবে উক্ত হিসাবকালের নিঃশেষ খরচ। যদি অবিক্রিত একক থাকে তখন বিক্রয়ের পরিমাণের ভিত্তিতে নিঃশেষ খরচ নির্ধারণ করা হবে। এক্ষেত্রে উত্তোলন এককের পরিবর্তে বিক্রয় একক দ্বারা একক প্রতি ব্যয়কে গুণ করে সংশ্লিষ্ট সময়ের নিঃশেষ খরচ নির্ণয় করা হবে।

নিম্নে নিঃশেষ খরচ নির্ণয় প্রক্রিয়া দেখানো হলঃ

$$\text{একক প্রতি নিঃশেষ খরচঃ} \frac{\text{প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যয় - ভগ্নাবশেষ মূল্য}}{\text{আনুমানিক সঞ্চিতি মোট পরিমাণ}}$$

হিসাবকালের নিঃশেষ খরচ = উত্তোলিত বা বিক্রয় একক × একক প্রতি নিঃশেষ খরচ

অদৃশ্য সম্পদের হিসাবরক্ষণ (Accounting for Intangible Assets)ঃ

যে সকল সম্পদের বাস্তব অস্তিত্ব দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না তাদেরকে অদৃশ্য সম্পদ বলে। এ সকল সম্পদের বাস্তব অস্তিত্ব বা আকার না থাকলেও ব্যবসায়ের আয় উপার্জনে এরা সেবা সরবরাহ করে এবং অর্থ উপার্জনে ভূমিকা রাখে। সুনাম, প্যাটেন্টস্বত্ব, ব্রান্ড, লাইসেন্স, ফরমুলা, ফ্রেনচাইজ, ট্রেডমার্ক ইত্যাদি অদৃশ্য সম্পত্তির উদাহরণ। এরূপ সম্পত্তি দীর্ঘমেয়াদী। এই সম্পত্তি অর্জন করতে যে ব্যয় হয় তা একটি মূলধন জাতীয় ব্যয়। এই সম্পত্তিগুলি যেহেতু দীর্ঘমেয়াদী তাই এই সম্পত্তিগুলো দীর্ঘ দিন ধরে হিসাব বইতে সংরক্ষণ করতে হয়। অদৃশ্য সম্পত্তির হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি এবং অন্যান্য স্থায়ী সম্পত্তির হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি একই। অদৃশ্য সম্পত্তির ক্রয়মূল্যে হিসাবভুক্তি করতে হয় এবং এই খরচ অদৃশ্য সম্পত্তির কার্যকর আয়ুস্কালের মধ্যে যুক্তি সঙ্গত ভিত্তিতে খরচ দেখানো হয়। পরিত্যাগের সময় এ সম্পত্তির বইমূল্য হ্রাস পায় ফলে লাভ বা ক্ষতি হলে অন্যান্য স্থায়ী সম্পত্তির অনুরূপ হিসাবভুক্ত করা হয়। তবে অস্পর্শনীয় সম্পত্তির ক্ষেত্রে অবচয়ে এর স্থলে অবলোপন খরচ নামে হিসাবভুক্ত করা হয়।

ব্যবহারিক সমস্যা ও সমাধান

উদাহরণ- ০১

নিগার এন্ড কোং ২০১৪ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে ১,০০,০০০ টাকায় একটি মেশিন ক্রয় করেন। মেশিনটির সংস্থাপন ব্যয় ১৫,০০০ টাকা এবং আনয়ন খরচ ১০,০০০ টাকা। মেশিনটির আয়ুষ্কাল ১০ বছর এবং জীবনকাল শেষে ভগ্নাবশেষ মূল্য ২৫,০০০ টাকা। আরো অনুমান করা হল যে, মেশিনের জীবনকালে ৪,০০,০০০ একক পণ্য উৎপাদিত হবে। ২০১৪ সালে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩০,০০০ একক।

করণীয়

১) মেশিনের মোট ক্রয় মূল্য এবং অবচয়যোগ্য মূল্য নির্ণয় কর।

২) নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে ২০১১ সালের অবচয় নির্ণয় কর এবং অবচয় খরচ লিপিবদ্ধের জাবেদা দাখিলা দেখাও।

(ক) সরলরৈখিক পদ্ধতি (খ) দ্বিগুন ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতি (গ) উৎপাদন পদ্ধতি (ঘ) বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি পদ্ধতি

সমাধানঃ ০১

১) মেশিনের মোট ক্রয়মূল্য নির্ণয়ঃ

মেশিনের ক্রয় মূল্য-	১,০০,০০০
আনায়ন খরচ-	১০,০০০
সংস্থাপন ব্যয়-	১৫,০০০
মোট ক্রয় মূল্য-	১,২৫,০০০ টাকা

মেশিনটির অবচয়যোগ্য মূল্যঃ

মেশিনের মোট মূল্য-	১,২৫,০০০
বাদ ভগ্নাবশেষ মূল্য-	২৫,০০০
	১,০০,০০০

২) (ক) সরলরৈখিক পদ্ধতিতে অবচয় নির্ণয় ও জাবেদা দাখিলাঃ

$$\text{বার্ষিক অবচয়} = \frac{\text{অবচয়যোগ্য মূল্য}}{\text{আনুমানিক আয়ুষ্কাল}}$$

$$= \frac{১০০০০০}{১০}$$

$$= ১০,০০০ \text{ টাকা}$$

তারিখ	বিবরণ	খঃপৃঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
	অবচয় খরচ হিসাব ডেবিট		১০,০০০	
	পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব ক্রেডিট			১০,০০০
	(বার্ষিক অবচয় হিসাবভুক্ত হল)			

খ) দ্বিগুণ ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে ২০১৪ সালের অবচয় নির্ণয় ও জাবেদা দাখিলাঃ

$$\text{অবচয়ের হার} = \frac{\text{অবচয় খরচ}}{\text{অবচয়যোগ্য মূল্য}} \times ১০০ \times ২$$

$$= \frac{১০০০০}{১০০০০০} \times ১০০০ \times ২$$

$$= ১০\% \times ২$$

$$= ২০\%$$

২০১৪ সালের অবচয় = ১,২৫,০০০ × ২০% = ২৫,০০০

জাবেদা দাখিলা

তারিখ	বিবরণ	খঃ পৃঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
	অবচয় খরচ হিসাব ডেবিট পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব ক্রেডিট (বার্ষিক অবচয় হিসাবভুক্ত হল)		২৫,০০০	 ২৫,০০০

উৎপাদন পদ্ধতিতে ২০১৪ সালের অবচয় নির্ণয় এবং জাবেদা দাখিলাঃ

$$\text{একক প্রতি অবচয়} = \frac{\text{অবচয়যোগ্য মূল্য}}{\text{আনুমানিক মোট উৎপাদনের পরিমাণ}}$$

$$= \frac{১০০০০০}{৪০০০০০}$$

$$= ০.২৫ \text{ টাকা}$$

২০১৪ সালের অবচয় = ৩০০০০ × ০.২৫ = ৭,৫০০ টাকা

তারিখ	বিবরণ	খঃ পৃঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
	অবচয় খরচ হিসাব ডেবিট পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব ক্রেডিট (বার্ষিক অবচয় হিসাবভুক্ত হল)		৭,৫০০	 ৭,৫০০

খ) বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি পদ্ধতিতে ২০১৪ সালের অবচয় নির্ণয় ও জাবেদা দাখিলাঃ

বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি =

$$= \frac{১০(১০+১)}{২}$$

$$= \frac{১০০+১০}{২}$$

$$= \frac{১১০}{২} = ৫৫$$

নিম্নক্রম অনুসারে ২০১৪ সালের মান = ১০

$$\text{২০১১ সালের অবচয়} = \frac{\text{অবচয়যোগ্য মূল্য}}{\text{বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি}} \times ১০$$

$$= \frac{১০০০০০}{৫৫} \times ১০$$

$$= ১৮,১৮২ \text{ টাকা}$$

তারিখ	বিবরণ	খঃপৃঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
	অবচয় খরচ হিসাব পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব (বার্ষিক অবচয় হিসাবভুক্ত হল)		১৮,১৮২	 ১৮,১৮২

উদাহরণ-২

জাওয়াদ এন্ড কোং ২০১২ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে ১,০০,০০০ টাকা দিয়ে একটি মেশিন ক্রয় করেন। মেশিনের আনায়ন খরচ ১০,০০০ টাকা এবং সংস্থাপন ব্যয় ১৫,০০০ টাকা। মেশিনের আয়ুষ্কাল ১০ বছর। আয়ুষ্কাল শেষে মেশিনের ভগ্নাবশেষ মূল্য হবে ২৫,০০০ টাকা। সরলরৈখিক পদ্ধতিতে অবচয় ধার্যের সিদ্ধান্ত নেয়া হয।

করণীয়ঃ

(ক) বার্ষিক অবচয় নির্ণয় কর (খ) ২০১২, ২০১৩ ও ২০১৪ সালের মোট তিন বছরের মেশিন ক্রয় ও অবচয় সংক্রান্ত জাবেদা দেখাও (গ) মেশিন হিসাব অবচয় হিসাব ও পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব তৈরি কর।

সমাধানঃ ২

(ক) মেশিনের অবচয়যোগ্য মূল্যঃ

	মেশিনের ক্রয়মূল্য-	১,০০,০০০
	আনয়ন খরচ-	১০,০০০
	সংস্থাপন খরচ-	১৫,০০০
(-)	ভগ্নাবশেষ মূল্য-	(২৫,০০০)
		১,০০,০০০

$$\text{বার্ষিক অবচয়} = \frac{\text{মেশিনের অবচয় যোগ্য মূল্য}}{\text{আনুমানিক আয়ুষ্কাল}} = \frac{১০০০০০}{১০} = ১০,০০০ \text{ টাকা}$$

জাবেদা দাখিলা

খ)

তারিখ	বিবরণ	খঃপৃঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০১২ জানু-১	মেশিন হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (মেশিনের মোট ক্রয় মূল্য হিসাবভুক্ত হল)		১,২৫,০০০	১,২৫,০০০
ডিসে-৩১	অবচয় হিসাব ডেবিট পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব ক্রেডিট (বার্ষিক অবচয় হিসাবভুক্ত হল)		১০,০০০	১০,০০০
ডিসে-৩১	আয় বিবরণী ডেবিট অবচয় হিসাব ক্রেডিট (অবচয় হিসাব বন্ধ করা হল)		১০,০০০	১০,০০০
২০১৩ ডিসে-৩১	অবচয় হিসাব ডেবিট পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব ক্রেডিট (বার্ষিক অবচয় হিসাবভুক্ত হল)		১০,০০০	১০,০০০
ডিসে-৩১	আয়-বিবরণী ডেবিট অবচয় খরচ হিসাব ক্রেডিট (অবচয় হিসাব বন্ধ করা হল)		১০,০০০	১০,০০০
২০১৪ ডিসে-৩১	অবচয় খরচ হিসাব ডেবিট পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব ক্রেডিট (বার্ষিক অবচয় হিসাবভুক্ত করা)		১০,০০০	১০,০০০
ডিসে-৩১	আয়-বিবরণী ডেবিট অবচয় খরচ হিসাব ক্রেডিট (অবচয় হিসাব বন্ধ করা হল)		১০,০০০	১০,০০০

মেশিন হিসাব

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জাঃপৃঃ	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জাঃপৃঃ	টাকা
২০১২ জানু-১	নগদান		১,২৫,০০০ ১,২৫,০০০	২০১২ ডিসে-৩১	ব্যালেন্স সিডি		১,২৫,০০০ ১,২৫,০০০
২০১৩ জানু-১	ব্যালেন্স বিডি		১,২৫,০০০ ১,২৫,০০০	২০১৩ ডিসে-৩১	ব্যালেন্স সিডি		১,২৫,০০০ ১,২৫,০০০
২০১৪ জানু-১	ব্যালেন্স বিডি		১,২৫,০০০ ১,২৫,০০০	২০১৩ ডিসে-৩১	ব্যালেন্স সিডি		১,২,৫০০০ ১,২৫,০০০

অবচয় হিসাব

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জাঃপৃঃ	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জাঃপৃঃ	টাকা
২০১২ ডিসে-৩১	পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব		১০,০০০ ১০,০০০	২০১২ ডিসে-৩১	আয় বিবরণী		১০,০০০ ১০,০০০
২০১৩ ডিসে-৩১	পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব		১০,০০০ ১০,০০০	২০১৩ ডিসে-৩১	আয় বিবরণী		১০,০০০ ১০,০০০
২০১৪ ডিসে-৩১	পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব		১০,০০০ ১০,০০০	২০১৪ ডিসে-৩১	আয় বিবরণী		১০,০০০ ১০,০০০

পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জাঃপৃঃ	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জাঃপৃঃ	টাকা
২০১২ ডিসে-৩১	ব্যালেন্স সিডি		১০,০০০ ১০,০০০	২০১২ ডিসে-৩১	অবচয় হিসাব		১০,০০০ ১০,০০০
২০১৩ ডিসে-৩১	ব্যালেন্স সিডি		২০,০০০ ২০,০০০	২০১৩ জানু-১ ডিসে-৩১	ব্যালেন্স বিডি অবচয় খরচ হিসাব		১০,০০০ ১০,০০০ ২০,০০০
২০১৪ ডিসে-৩১	ব্যালেন্স সিডি		৩০,০০০ ৩০,০০০	২০১৪ জানু-১ ডিসে-৩১	ব্যালেন্স বিডি অবচয় খরচ হিসাব		২০,০০০ ১০,০০০ ৩০,০০০
				২০১৫ জানু-১	ব্যালেন্স বিডি		৩০,০০০

উদাহরণ-০৩

তিশা এন্ড কোং ১ জানুয়ারি ২০১২ সালে ২,০০,০০০ টাকায় একটি যন্ত্রপাতি ক্রয় করেন। যন্ত্রপাতির আনুমানিক আয়ুষ্কাল ১০ বছর। যন্ত্রপাতির সংস্থাপন ব্যয় ২০,০০০ টাকা এবং আয়ুষ্কাল শেষে যন্ত্রটির ভগ্নাবশেষ মূল্য ২০,০০০ টাকা। ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করা হয় এবং হিসাব কাল শেষ হয় ৩১ ডিসেম্বর তারিখে।

(ক) ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতিতে অবচয়ের হার নির্ণয় করুন (খ) যন্ত্রপাতি ক্রয় ও অবচয় সংক্রান্ত ২০১৪ সাল পর্যন্ত জাবেদা দাখিলা করুন (গ) মেশিন হিসাব, অবচয় হিসাব, পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব, ২০১৪ সাল পর্যন্ত তৈরি করুন।

সমাধান-০৩

ক) ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতিতে অবচয়ের হার নির্ণয়:

$$\text{স্থির কিস্তিতে বার্ষিক অবচয়} = \frac{\text{সম্পত্তির মোট ক্রয় মূল্য - ভগ্নাবশেষ মূল্য}}{\text{আয়ুষ্কাল}}$$

$$= \frac{২২০০০০ - ২০০০০}{১০}$$

$$= ২০,০০০ \text{ টাকা}$$

$$\text{স্থিরকিস্তিতে অবচয়ে হার} = \frac{\text{অবচয়}}{\text{অবচয়যোগ্য মূল্য}} \times ১০০$$

$$= \frac{২০০০০}{২০০০০০} \times ১০০$$

$$= ১০\%$$

ক্রমহ্রাসমান অবচয়ের হার = স্থিরকিস্তির অবচয় হারের দ্বিগুণ

$= ১০\% \times ২$

$= ২০\%$

খ) তিশা এন্ড কোং এর জাবেদা দাখিলা

অবচয় নির্ণয়ের তালিকাঃ

বছর / সাল	যন্ত্রপাতির ক্রয় মূল্য	অবচয় (হার ২০%)	পুঞ্জীভূত অবচয়	বছরের শেষে সম্পত্তির মূল্য
২০১২	২,২০,০০০	(২,২০,০০০×২০%) = ৪৪,০০০	৪৪,০০০	১,৭৬,০০০
২০১৩	২,২০,০০০	(১,৭৬,০০০×২০%) = ৩৫,২০০	৭৯,২০০	১,৪০,৮০০
২০১৪	২,২০,০০০	(১,৪০,৮০০×২০%) = ২৮,১৬০	১,০৭,৩৬০	১,১২,৬৪০

তিশা এন্ড কোং এর

জাবেদা

তারিখ	বিবরণ	খঃপৃঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০১২ জানু-১	যন্ত্রপাতি হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট (যন্ত্রপাতির মোট ক্রয় মূল্য হিসাবভুক্ত হল)		২,২০,০০০	 ২,২০,০০০
ডিসে-৩১	অবচয় হিসাব ডেবিট পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব ক্রেডিট (বার্ষিক অবচয় হিসাবভুক্ত হল)		৪৪,০০০	 ৪৪,০০০
ডিসে-৩১	আয় বিবরণী ডেবিট অবচয় হিসাব ক্রেডিট (অবচয় হিসাব আয় বিবরণীতে স্থানান্তরিত হল)		৪৪,০০০	 ৪৪,০০০
২০১৩ ডিসে-৩১	অবচয় হিসাব ডেবিট পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব ক্রেডিট (বার্ষিক অবচয় হিসাবভুক্ত করা হল)		৩৫,২০০	 ৩৫,২০০
	আয় বিবরণী ডেবিট অবচয় হিসাব ক্রেডিট (অবচয় হিসাব আয় বিবরণীতে স্থানান্তরিত হল)		৩৫,২০০	 ৩৫,২০০
২০১৪ ডিসে-৩১	অবচয় হিসাব ডেবিট পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব ক্রেডিট (বার্ষিক অবচয় হিসাবভূক্ত হল)		২৮,১৬০	 ২৮,১৬০
ডিসে-৩১	আয় বিবরণী ডেবিট অবচয় হিসাব ক্রেডিট (অবচয় আয় বিবরণী স্থানান্তরিত হল)		২৮,১৬০	 ২৯,১৬০

তিশা এন্ড কোং হিসাব বই
মেশিন হিসাব

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জাঃপৃঃ	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জাঃপৃঃ	টাকা
২০১২ জানু-১	নগদান হিসাব		২,২০,০০০	২০১২ ডিসে-৩১	ব্যালেন্স সিডি		২,২০,০০০
			২,২০,০০০				২,২০,০০০
২০১৩ জানু-১	ব্যালেন্স বিডি		২,২০,০০০	২০১৩ ডিসে-৩১	ব্যালেন্স সিডি		২,২০,০০০
			২,২০,০০০				২,২০,০০০
২০১৪ জানু-১	ব্যালেন্স বিডি		২,২০,০০০	২০১৪ ডিসে-৩১	ব্যালেন্স সিডি		২,২০,০০০
			২,২০,০০০				২,২০,০০০

অবচয় হিসাব

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জাঃপৃঃ	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জাঃপৃঃ	টাকা
২০১২ ডিসে-৩১	পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব		৪৪,০০০	২০১২ ডিসে-৩১	আয় বিবরণী		৪৪,০০০
			৪৪,০০০				৪৪,০০০
২০১৩ ডিসে-৩১	পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব		৩৫,২০০	২০১৩ ডিসে-৩১	আয় বিবরণী		৩৫,২০০
			৩৫,২০০				৩৫,২০০
২০১৪ ডিসে-৩১	পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব		২৮,১৬০	২০১৪ ডিসে-৩১	আয় বিবরণী		২৮,১৬০
			২৮,১৬০				২৮,১৬০

তিশা এন্ড কোং এর হিসাব বই
পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জাঃপৃঃ	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জাঃপৃঃ	টাকা
২০১২ ডিসে-৩১	ব্যালেন্স সিডি		৪৪,০০০	২০১২ ডিসে-৩১	অবচয় হিসাব		৪৪,০০০
			৪৪,০০০				৪৪,০০০
২০১৩ ডিসে-৩১	ব্যালেন্স সিডি		৭৯,২০০	২০১৩ জানু-১			
			৭৯,২০০	ডিসে-৩১	ব্যালেন্স বিডি		৪৪,০০০
					অবচয় হিসাব		৩৫,২০০
২০১৪ ডিসে-৩১	ব্যালেন্স সিডি		১,০৭,৩৬০	২০১৪ জানু-১			৭৯,২০০
				ডিসে-৩১	ব্যালেন্স বিডি		৭৯,২০০
					অবচয় হিসাব		২৮,১৬০
			১,০৭,৩৬০				১,০৭,৩৬০

উদাহরণ-০৪ উৎপাদন পদ্ধতি

২০১১ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে শিরিন এন্টারপ্রাইজ ২,০০,০০০ টাকায় একটি যন্ত্রপাতি ক্রয় করেন। মেশিন সংস্থাপন বাবদ খরচ হল ২০,০০০ টাকা। যন্ত্রটির আনুমানিক উৎপাদন ক্ষমতা ৪০,০০০ একক। আয়ুস্কাল শেষে মেশিনটির ভগ্নাবশেষ মূল্য ২০,০০০ টাকা। ২০১১ ও ২০১২ সালে যন্ত্রটির উৎপাদন যথাক্রমে ৮,০০০ একক ও ১০,০০০ একক।

(ক) একক প্রতি অবচয় নির্ণয় কর, (খ) ১ম দুই বছরের অবচয় নির্ণয় কর এবং অবচয় হিসাব তৈরি কর, (গ) প্রথম দুই বছরের পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব ও আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে যন্ত্রপাতি হিসাব তৈরি কর।

সমাধান- ০৪

(ক) একক প্রতি অবচয় নির্ণয়ঃ

যন্ত্রপাতির মোট মূল্যঃ

যন্ত্রপাতির ক্রয় মূল্য =	২,০০,০০০
সংস্থাপন ব্যয়	২০,০০০
	২২,০০,০০০

$$\text{একক প্রতি অবচয়} = \frac{\text{যন্ত্রপাতির মোট ক্রয় মূল্য - ভগ্নাবশেষ মূল্য}}{\text{আনুমানিক মোট উৎপাদন}}$$

$$= \frac{২২০০০০ - ২০০০০}{৪০০০০}$$

$$= \frac{২০০০০০}{৪০০০০}$$

= ৫ টাকা

খ) অবচয় নির্ণয়ঃ

২০১১ সালের অবচয় = বার্ষিক উৎপাদন × একক প্রতি অবচয়

= ৮,০০০ × ৫ = ৪০,০০০ টাকা

২০১২ সালের অবচয় = ১০,০০০ × ৫ = ৫০,০০০ টাকা

অবচয় হিসাব

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জাঃপৃঃ	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জাঃপৃঃ	টাকা
২০১১ ডিসে-৩১	পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব		৪০,০০০	২০১১ ডিসে-৩১	আয় বিবরণী হিসাব		৪০,০০০
			৪০,০০০				৪০,০০০
২০১২ ডিসে-৩১	পুঞ্জিভূত অবচয়		৫০,০০০	২০১২ ডিসে-৩১	আয় বিরবণী হিসাব		৫০,০০০
			৫০,০০০				৫০,০০০

পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব যন্ত্রপাতি

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জাঃপৃঃ	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জাঃপৃঃ	টাকা
২০১১ ডিসে-৩১	ব্যালেন্স সিডি		৪০,০০০	২০১১ ডিসে-৩১	অবচয় হিসাব		৪০,০০০
			৪০,০০০				৪০,০০০
২০১২ ডিসে-৩১	ব্যালেন্স সিডি		৯০,০০০	২০১২ জানু-১	ব্যালেন্স বিডি		৪০,০০০
				ডিসে-৩১	অবচয় হিসাব		৫০,০০০
			৯০,০০০				৯০,০০০

আর্থিক অবস্থার বিবরণী

সম্পদ	টাকা	টাকা
২০১১ সালঃ		
স্থায়ী সম্পদঃ		
যন্ত্রপাতি	২,২০,০০০	
(-) পুঞ্জিভূত অবচয়	৪০,০০০	১,৮০,০০০
২০১২ সালঃ		
যন্ত্রপাতি	২,২০,০০০	
(-) পুঞ্জিভূত অবচয়	৯০,০০০	১,৩০,০০০

উদাহরণ- ০৫ বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি পদ্ধতি

জনাব মান্নান ২০১২ সালের ১ জানুয়রি তারিখে ২,৩০,০০০ টাকায় একটি মেশিন ক্রয় করেন। মেশিনটির আয়ুষ্কাল ১০ বছর। আয়ুষ্কাল শেষে ভগ্নাবশেষ মূল্য দাঁড়ায় ১০,০০০ টাকা। ৩১ ডিসেম্বর বছর শেষ হয়। বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি পদ্ধতিতে মেশিনের অবচয় ধার্যের সিদ্ধান্ত হয়।

(ক) প্রথম দুই বছরের অবচয় নির্ণয় করুন (খ) প্রথম দুই বছরের মেশিন হিসাব ও অবচয় হিসাব তৈরি করুন (গ) প্রথম দুই বছরের পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরি করুন।

সমাধান- ০৫

(ক) অবচয় নির্ণয়ঃ

বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি $= \frac{n(n+1)}{2}$ এখানে n = সম্পত্তির আয়ুষ্কাল।

$= \frac{১০(১০+১)}{২}$

$= \frac{১০\times১১}{২} = ৫৫$

২০১২ সালের অবচয় $= \frac{\text{সম্পত্তির ক্রয় মূল্য - ভগ্নাবশেষ মূল্য}}{\text{বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি}} \times \text{আয়ুষ্কাল}$

$= \frac{২৩০০০০ - ১০০০০}{৫৫} \times ১০$

$= \frac{২২০০০০}{৫৫} \times ১০$

= ৪০,০০০ টাকা

২০১৩ সালের অবচয় $= \frac{২২০০০০\times৯}{৫৫}$

= ৩৬,০০০ টাকা

খ. **মেশিন হিসাব**

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জাঃপৃঃ	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জাঃপৃঃ	টাকা
২০১২ জানু-১	নগদান হিসাব		২,৩০,০০০	২০১২ ডিসে-৩১	ব্যালেন্স সিডি		২,৩০,০০০
			২,৩০,০০০				২,৩০,০০০
২০১৩ জানু-৩১	ব্যালেন্স বিডি		২,৩০,০০০	২০১৩ ডিসে-৩১	ব্যালেন্স বিডি		২,৩০,০০০
			২,৩০,০০০				২,৩০,০০০
২০১৪ জানু-৩১	ব্যালেন্স বিডি		২,৩০,০০০				

অবচয় হিসাব

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জাঃপৃঃ	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জাঃপৃঃ	টাকা
২০১২ ডিসে-৩১	পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব		৪০,০০০	২০১২ ডিসে-৩১	আয় বিবরণী		৪০,০০০
			৪০,০০০				৪০,০০০
২০১৩ ডিসে-৩১	পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব		৩৬,০০০	২০১৩ ডিসে-৩১	আয় বিবরণী		৩৬,০০০
			৩৬,০০০				৩৬,০০০

গ. **পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব**

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জাঃপৃঃ	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জাঃপৃঃ	টাকা
২০১২ ডিসে-৩১	ব্যালেন্স সিডি		৪০,০০০	২০১২ ডিসে-৩১	অবচয় হিসাব		৪০,০০০
			৪০,০০০				৪০,০০০
২০১৩ ডিসে-৩১	ব্যালেন্স সিডি		৭৬,০০০	২০১৩ জানু-১	ব্যালেন্স বিডি		৪০,০০০
				ডিসে-৩১	অবচয় হিসাব		৩৬,০০০
			৭৬,০০০				৭৬,০০০
				২০১৪ জানু-১	ব্যালেন্স বিডি		৭৬,০০০

আর্থিক অবস্থা বিবরণী

সম্পদ	টাকা	টাকা
স্থায়ী সম্পদঃ		
২০১২ সালঃ		
যন্ত্রপাতি	২,৩০,০০০	
(-) পুঞ্জিভূত অবচয়	৪০,০০০	১,৯০,০০০
২০১৩ সালঃ		
যন্ত্রপাতি	২,৩০,০০০	
(-) পুঞ্জিভূত অবচয়	৭৬,০০০	১,৫৪,০০০

শিক্ষার্থীর কাজ প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর নাম লিখুন।

সারসংক্ষেপ

- যে সকল সম্পত্তি প্রকৃতি প্রদত্ত তাকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলে।
- যে সকল সম্পদের বাস্তব অস্তিত্ব দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না, ধরা যায় না তাকে অদৃশ্য সম্পদ বলে।
- প্যাটেন্ট, কপিরাইট, ইজারা সম্পত্তি ট্রেডমার্ক, ব্রান্ড, লাইসেন্স ফরমুলা, অগ্রিম খরচ ইত্যাদি অদৃশ্য সম্পদ বা অস্পর্শনীয় সম্পদ বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। খনিজ সম্পদকে ব্যয় হিসাবে দেখানোর পদ্ধতিকে কি বলে?
(ক) নিঃশেষ করণ (খ) অবসায়ন (গ) অবলোপন (ঘ) অবচয়

২। নিচের কোনটি প্রাকৃতিক সম্পদ?
(ক) কয়লা খনি (খ) দালানকোঠা (গ) সুনাম (ঘ) ভূমি

৩। নীচের কোনটি অদৃশ্য সম্পত্তি?
(ক) সুনাম (খ) কলকব্জা (গ) দেনাদার (ঘ) প্রাপ্য বিল

৪। নীচের কোনটি দৃশ্যমান সম্পদ?
(ক) দালান (খ) সুনাম (গ) ট্রেডমার্ক (ঘ) প্যাটেন্ট

৫। অদৃশ্য সম্পত্তির জীবকাল কত বছর পর্যন্ত নির্ধারিত?
(ক) ৩০ বছর (খ) ২০ বছর (গ) ৪০ বছর (ঘ) ১০ বছর

ব্যবহারিক

৬। জনাব হাসান এন্ড কোং ২০১২ সালে ১লা জানুয়ারি তারিখে ১,০০,০০০ টাকা দিয়ে একটি মেশিন ক্রয় করেন। মেশিনের আয়ুষ্কাল ১০ বছর। মিঃ হাসান এন্ড কোং এর বার্ষিক হিসাব ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত হয়। সরল রৈখিক পদ্ধতিতে অবচয় ধার্যের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
(ক) ২০১২ সালে অবচয়ের পরিমাণ বের করুন?
(খ) প্রথম তিন বছরের মেশিন ক্রয় ও অবচয় সংক্রান্ত জাবেদা দাখিলা দিন।
(গ) প্রথম তিন বছরের মেশিন হিসাব, পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব ও অবচয় হিসাব তৈরি করুন।

৭। জনাব হারুন ২০১০ সালে ১ জানুয়ারি তারিখে ৫০,০০০ টাকা দিয়ে যন্ত্রপাতি ক্রয় করেন। যন্ত্রটির আনুমানিক আয়ুষ্কাল ১০ বছর। যন্ত্রটির আনায়ন খরচ ১০,০০০ টাকা। উহার জীবনকাল শেষে ভগ্নাবশেষ মূল্য আনুমানিক ২০,০০০ টাকা। সরলরৈখিক পদ্ধতিতে অবচয় ধার্যের সিদ্ধান্ড় গৃহীত হয়। বার্ষিক হিসাব কাল ৩১ শে ডিসেম্বর শেষ হয়।
(ক) ২০১০ সালের অবচয় নির্ণয় করুন।
(খ) প্রথম তিন বছরের যন্ত্রটির ক্রয় ও অবচয় সংক্রান্ত জাবেদা দেখান।
(গ) প্রথম তিন বছরের যন্ত্রপাতি হিসাব, অবচয় হিসাব এবং পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব তৈরি করুন।

৮। জনাব রাজু ট্রেডার্স ২০১০ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে ৩,০০,০০০ টাকার একটি মেশিন ক্রয় করেন। মেশিনটির সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল ১০ বছর। ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। প্রতিষ্ঠানের হিসাবকাল প্রতি বছরের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে শেষ হয়।
(ক) ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে অবচয়ের হার নির্ণয় করুন।
(খ) ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ সালের অবচয় নির্ণয় করুন এবং প্রথম তিন বছরের অবচয় সংক্রান্ত ও মেশিন ক্রয় সংক্রান্ত জাবেদা দাখিলা দিন।
(গ) প্রথম তিন বছরের পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব ও আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করুন।

৯। সান লিঃ ২০১০ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে ৫,০০,০০০ টাকার একটি মেশিন ক্রয় করেন। মেশিনটির পরিবহন ও সংস্থাপন ব্যয় যথাক্রমে ২৫,০০০ টাকা ও ৫০,০০০ টাকা। মেশিনের আনুমানিক আয়ুষ্কাল ১০ বছর এবং আয়ুষ্কাল শেষে ভগ্নাবশেষ মূল্য হবে ৭৫,০০০ টাকা। দ্বিগুণ ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক হিসাব ৩১ শে ডিসেম্বর শেষ হয়।
(ক) ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে অবচয়ের হার নির্ণয় করুন।
(খ) প্রথম তিন বছরের অবচয় নির্ণয় করুন এবং প্রথম তিন বছরের জাবেদা দাখিলা দেখান।
(গ) প্রথম তিন বছরের মেশিন হিসাব, পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করুন।

৫। ঈশা এন্ড কোং ২০১০ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে ২,০০,০০০ টাকার একটি মেশিন ক্রয় করেন। প্রতিষ্ঠানটি সরল রৈখিক পদ্ধতিতে বার্ষিক ১০% হারে অবচয় ধার্যের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বার্ষিক হিসাব ৩১ শে ডিসেম্বর সমাপ্ত হয়।
(ক) প্রথম তিন বছরের অবচয় নির্ণয় করুন।
(খ) প্রথম তিন বছরের জাবেদা দাখিলা করুন।
(গ) প্রথম তিন বছরের পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব, অবচয় হিসাব ও মেশিন হিসাব প্রস্তুত করুন।

১০। স্টার লিঃ ২০১২ সালে ১ জানুয়ারি তারিখে একটি মেশিন ২,০০,০০০ টাকা দিয়ে ক্রয় করেন। মেশিনটির পরিবহন খরচ ও সংস্থাপন খরচ যথাক্রমে ২০,০০০ টাকা ও ৩০,০০০ টাকা। ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে ২০% হারে অবচয় ধার্যের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক হিসাব ৩১ শে ডিসেম্বরে শেষ হয়।
(ক) প্রথম তিন বছরের অবচয় নির্ণয় করুন।
(খ) প্রথম তিন বছরের অবচয় সংক্রান্ত জাবেদা এবং মেশিন হিসাব প্রস্তুত করুন।
(গ) প্রথম তিন বছরের পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব, অবচয় হিসাব, আয় বিবরণী ও আর্থিক অবস্থার বিবরনী প্রস্তুত করুন।

১১। ২০১২ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে রহিমা এন্টারপ্রাইজ একটি যন্ত্র ২,০০,০০০ টাকায় ক্রয় করেন। যন্ত্র সংস্থাপন ব্যয় ৩০,০০০ টাকা এবং আনয়ন ব্যয় ২০,০০০ টাকা। যন্ত্রটির আনুমানিক উৎপাদন ক্ষমতা ১,০০,০০০ একক। আনুমানিক কার্যকাল শেষে যন্ত্রটির ভগ্নাবশেষ মূল্য ২০,০০০ টাকা। ২০১২ ও ২০১৩ সালের যন্ত্রটির উৎপাদন যথাক্রমে ৬,০০০ একক ও ৭,০০০ একক।

(ক) একক প্রতি অবচয় নির্ণয় করুন।

(খ) ২০১২ ও ২০১৩ সালের অবচয় নির্ণয় করুন এবং অবচয় হিসাব তৈরি করুন।

(গ) ২০১২ ও ২০১৩ সালের যন্ত্রপাতি হিসাব ও পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব তৈরি করুন।

১২। মিঃ জামান এন্টারপ্রাইজ ২০১২ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে ৩,০০,০০০ টাকার একটি কলকব্জা ক্রয় করেন এবং এই বাবদ আনুসাঙ্গিক খরচ ২০,০০০ টাকা। ২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে প্রতিষ্ঠানটি ২,০০,০০০ টাকা মূল্যের আরও একটি কলকব্জা ক্রয় করেন যার সংস্থাপন ব্যয় ৩০,০০০ টাকা। প্রতিষ্ঠানটি ২০% হারে ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করে। প্রতিষ্ঠানটির হিসাবকাল শেষ হয় ৩১ ডিসেম্বর।

(ক) ২০১২ ও ২০১৩ সালের অবচয় নির্ণয় করুন।

(খ) ২০১২ ও ২০১৩ সালের অবচয় হিসাব প্রস্তুত করুন।

(গ) ২০১২ ও ২০১৩ সালের মেশিন হিসাব ও পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব তৈরি করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১ ঃ ১. ক ২. গ ৩. খ ৪. ক ৫. খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.২ ঃ ১. ঘ ২. ক ৩. ক ৪. ক ৫. গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৩ ঃ ১. খ ২. ঘ ৩. গ ৪. ঘ ৫. ঘ ৬. গ ৭. ঘ ৮. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৪ ঃ ১. ক ২. ক ৩. ক ৪. ক ৫. গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৫ ঃ ১. ক ২. ক ৩. ক ৪. ক ৫. খ